

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
মানিকগঞ্জ, ঢাকা

ফরম-খ

[বিধি-৪(৫) এবং ৫(৫) দ্রষ্টব্য]

পাঠদান অনুমতির সনদপত্র

সনদ নম্বরঃ 3146329101

তারিখঃ ১৫ অক্টোবর, ২০২৬

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, "ইতকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল", গ্রাম: মালঞ্চ, শহর, মানিকগঞ্জ পৌরসভা ওয়ার্ড নং-৪, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, 'কে' বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পাঠদান অনুমতি" সনদ প্রদান করা হইল। বিধিমালায় উল্লিখিত শর্তসমূহ ছাড়াও উক্ত বিদ্যালয়কে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিতে হইবে, যথাঃ-

- ১। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে।
- ২। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।
- ৩। বিদ্যালয়ে ৩০ দিনের মধ্যে উপানুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে (SMC) ও ৯টি কপি রাখতে হবে।
- ৪। আগামী ১ বছরের মধ্যে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল শিক্ষকগণের পেশাগত মান উন্নয়ন বিষয়ক ন্যূনতম ৭ দিনের প্রশিক্ষণ (শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিশু মনোবিজ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, FLN, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ইত্যাদি) গ্রহণ নিশ্চিতপূর্বক সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে সনদপত্র জমা দিতে হবে
- ৫। বিদ্যালয়ে ৯০ দিনের মধ্যে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে (SMC) ও টিচিং স্টাফ থাকতে হবে।
- ৬। নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভা কার্যকরভাবে অনুষ্ঠান ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৭। কোনো পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণক্রমে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত বা মনোনীত হইবেন তিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন।
- ৮। ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভার তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, নূতন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ১(এক) জন অভিভাবক প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত এডহক কমিটি কার্যভার চাליয়ে যাইবে।
- ৯। বিদ্যালয়ের একটি সংরক্ষিত তহবিল এবং একটি সাধারণ তহবিল থাকিবে। সংরক্ষিত তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ সঞ্চয়পত্র আকারে বা কোনো তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা থাকিবে, যথা: (ক) মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত হইলে ১ (এক) লক্ষ টাকা; (খ) জেলা সদরে অবস্থিত হইলে ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা; (গ) উপজেলা সদর ও পৌরসভায় অবস্থিত হইলে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা; এবং (ঘ) ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত হইলে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা।
- ১০। ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে না। সাধারণ তহবিল হইতে বিদ্যালয় পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের পর সঞ্চয়পত্র, স্থায়ী আমানত ও অনুদান হইতে প্রাপ্ত আয় বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষার মান উন্নয়ন, ছাত্র-শিক্ষক এবং কর্মচারীর কল্যাণে ব্যয় করা যাইবে।
- ১১। ব্যক্তির নামে কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কর্তৃক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বিদ্যালয়ের স্থায়ী আমানত হিসাবে সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবস্থাপনা কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উক্ত অর্থের লভ্যাংশ উত্তোলন করিয়া সাধারণ তহবিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উহা ব্যয় করা যাইবে।
- ১২। বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণিতে ছাত্র ও শিক্ষক গড় অনুপাত হইবে ৩০:১।
- ১৩। কোনো শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নির্ধারিত অনুপাতের অধিক হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক পৃথক শাখা খুলিতে হইবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত, সম্ভব না হইলে অনূ্যন তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত, শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়া পাঠদান কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে।
- ১৪। শিক্ষার গুণগতমান এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলা/থানা/মহানগর শিক্ষা কমিটির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে ছাত্রছাত্রীদের জন্য টিউশন ফি নির্ধারণ করিবে। বিদ্যালয়ে ভর্তির বিপরীতে, ভর্তি নবায়ন বা পুনঃভর্তির নামে ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে অনুদান বাবদ কোনো অর্থ আদায় করা যাইবে না।
- ১৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ন্যায় ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণির জন্য অনূ্যন ৬ (ছয়) জন শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।
- ১৬। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে তজ্জন্য বহুল প্রচারিত অনূ্যন একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য বিষয়াদি উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে। শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গঠিত একটি নিয়োগ বোর্ড উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।
- ১৭। বিদ্যালয়ের জন্য নিয়োগকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে কমপক্ষে একজন শিক্ষক "শিক্ষা তথ্য" সম্পর্কিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ প্রদান করতে হবে।
- ১৮। বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধাদি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এককভাবে পরিশোধ করিবে এবং উক্ত বেতন, ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের দায় কোনোক্রমেই সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে না।

- ১৯। বিদ্যালয়ের নিজস্ব মালিকানায় বা ভাড়ায় মেট্রোপলিটন এলাকায় অনূন্য ০.০৮ একর (আট শতাংশ), পৌরসভা এলাকায় অনূন্য ০.১২ একর (বার শতাংশ) এবং অন্যান্য এলাকার জন্য অনূন্য ০.৩০ একর (ত্রিশ শতাংশ) ভূমি থাকিতে হইবে। নিজস্ব জমি না থাকলে ৩ (তিন) বৎসরের ভাড়ার চুক্তিতে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হতে হবে।
- ২০। নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পাঠদানের সুযোগ থাকিলে, উক্ত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ থাকিতে হইবে।
- ২১। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ এবং, যতদূর সম্ভব, প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণের কক্ষ থাকিতে হইবে।
- ২২। NCTB কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্য বই আবশ্যিকভাবে পাঠ্যপুস্তক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং NCTB কর্তৃক প্রণীত বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করিতে হইবে।
- ২৩। সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসাবে বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ, খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, কক্ষ বা মাঠের ব্যবস্থা করাসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বৃক্ষরোপণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়কে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর বিধানের আলোকে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।
- ২৪। বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অতিরিক্ত পাঠ্য উপকরণ (supplementary reading materials) ও শিক্ষার উপকরণ সামগ্রী সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে হবে।
- ২৫। বিদ্যালয়ে অডিও তথ্য উপকরণ (audio-visual instructional material) এর সহায়তায় পাঠদান ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২৬। বিদ্যালয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান, শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কসহ শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।
- ২৭। বিদ্যালয়ে, যতদূর সম্ভব, একটি গ্রন্থাগার থাকিবে এবং উহাতে শিশুদের উপযোগী পুস্তক থাকিতে হইবে।
- ২৮। বিদ্যালয়টি পাকা স্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী ভবনে স্থাপিত হতে হবে।
- ২৯। বিদ্যালয়ে কাবিং কার্যক্রম প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করতে হইবে।
- ৩০। বিদ্যালয়ে একটি মডেল ICT Lab প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং শিক্ষকদের অনলাইন তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে শ্রেণি গ্রহণ করতে হবে।
- ৩১। বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট থাকিতে হইবে।
- ৩২। সরকার স্বেচ্ছায় কোনো বিদ্যালয়কে কোনোরূপ সাহায্য বা অনুদান প্রদান করিলে উক্ত অর্থ উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা যাইবে এবং উক্ত সাহায্য ও অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।
- ৩৩। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়ার জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলা সামগ্রী থাকিতে হইবে।
- ৩৪। বিদ্যালয়ের কোন অবকাঠামো বা খেলার মাঠ, মাঠ বা অন্যান্য অবকাঠামো কোনরূপ ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহার করা যাবে না।
- ৩৫। বিদ্যালয়কে সকল জাতীয় কর্মসূচি বা অনুষ্ঠানে (যেমন-স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও জাতীয় শোক দিবসসহ সরকার ঘোষিত সকল জাতীয় দিবস) বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করাসহ জাতীয় কর্মসূচির আলোকে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করিতে হইবে। জাতীয় পর্যায়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলন স্থায়ী স্থানে সঠিক নিয়মে করা নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩৬। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও প্রাত্যহিক সমাবেশের জন্য বিদ্যালয়ে নির্ধারিত স্থানে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।
- ৩৭। বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে দৈনিক সমাবেশ অনুষ্ঠান করতে হবে ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনসহ জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ দন্ডান প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুমনে দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটাতে হবে।
- ৩৮। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে জরুরী চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ৩৯। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিদ্যালয় উহার হিসাবরক্ষণ করিবে। আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পর উক্ত বিদ্যালয়ের আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো অডিট ফর্ম বা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গঠিত অডিট কমিটি দ্বারা নিরীক্ষা সম্পাদন করিবে এবং উহার একটি রিপোর্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।
- ৪০। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য সরকার নির্ধারিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- ৪১। বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনরূপ বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।
- ৪২। পাঠদান প্রাথমিক অনুমতির সনদ প্রাপ্তির ০১ (এক) বছর মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার ৩০দিন পূর্বে পাঠদান অনুমতি প্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বর্ণিত বিদ্যালয় নিবন্ধনের জন্য উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত ফি সহ ফরম 'গ' তে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে।
- ৪৩। সরকার কর্তৃক পরবর্তীকালে এতদবিষয়ে আরোপিত যে কোন শর্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে।
- ৪৪। উপর্যুক্ত শর্তাবলির যেকোন একটি লঙ্ঘন করলে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক অনুমতি যে কোন সময় বাতিল করা যাবে।
- ৪৫। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় সরকার অনুমোদিত কর্মকর্তার রিপোর্ট ও দাখিলকৃত রিপোর্ট পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হলে যে, বিদ্যালয় সরকার নির্ধারিত সকল শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই "শর্তসাপেক্ষ অনুমতি" বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৪৬। কোনো বিদ্যালয়ের নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে বা অধ্যাদেশের ধারা ৬ এর অধীন নিবন্ধন সনদ বাতিল বা স্থগিত করা হইলে উক্ত বিদ্যালয়ের নিবন্ধনের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাইবে। কোনো আবেদন করা হইলে উহা একটি নূতন আবেদন হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।



Santa

গকুল চন্দ্র দেবনাথ
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
মানিকগঞ্জ, ঢাকা

